যায়যায়দিন

তারিখ 1 8 NOV 2006 পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

হরতাল অবরোধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ছুটির দিনে ক্লাস

তবুও অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থী অভিভাবক

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে হরতাল ও অবরোধের কারণে স্কুল-কলেজগুলোতে পাঠ্যসূচি শেষ না করেই বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবুও পরীক্ষার আগ মুহূর্তে কিছুটা এগিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও রাজধানীর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার ছুটির দিনেও অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হবে বলে এসব স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সময়সূচিও পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপরও আগামী সোমবার থেকে ১৪ দলের লাগাতার অবরো কর্মসূচি ঘোষণায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকর উদ্বিগ্ন ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। এ অবস্থায় শিক্ষকরাও দুশ্চিন্তায় আছে যথাসময়ে পরীক্ষা সম্পন্ন এবং রেজাল্ট প্রকাশ করা নিয়ে। সম্প্রতি ১৪ দলের চার

পৃ ২ » ক ৪

হরতাল অবরোধের ক্ষতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিনের অবরোধের কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করতে গতকাল শুক্রবারও ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, হলিক্রস স্কুল ও কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলসহ বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বাড়তি ক্লাস নিতে দেখা যায়। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ছিল স্বাভাবিক। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই অভিভাবকদের অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।

বেইলি রোডে ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সানজিদা জানায়, তাদের ক্লাসে ১২৭ জনের মধ্যে প্রায় ১০৭ জন শিক্ষার্থী গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও উপস্থিত ছিল। উপস্থিতির এই হার অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই। ছুটির দিন হলেও বার্ষিক পরীক্ষার আগে ক্লাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা ছাড়া কেউই এ ক্লাস মিস করতে চায়নি।

এ সময় ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রিন্সিপাল রোয়েনা হোসেন জানান, ১৪ দলের ডাকা চার দিনের অবরোধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কোনো ক্লাস নেয়া যায়নি। এ ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য আমরা শুক্র ও শনিবার অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেছি। তিনি জানান, এ অবরোধের কারণে দশম শ্রেণীর নির্বাচনী তিনটি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। সেসব পরীক্ষা এখন নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান, আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আগামী সোমবার আবার ১৪ দলের অবরোধ হলে পরীক্ষার এ সময়সূচিও পরিবর্তন হবে। ফলে এ সময়টা শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পরীক্ষার আগে দিকনির্দেশনামূলক কিছু ক্লাস নেয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা নেয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই ছুটির দিনগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার শিক্ষার্থী ছুটির দিনে ক্লাসে এসেছে।

ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজের গেটের বাইরে অপেক্ষমাণ একজন অভিভাবক জানান, তার মেয়ে রনি দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে। এ বছর রাজনৈতিক অবরোধ ও হরতালের কারণে সময় অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারেনি। তিনি নিজেই প্রশ্ন করে জানাতে চান, দেশে এ রকম আর কতোদিন চলবে? আগামী সোমবার ফের ডাকা অবরোধের আগে রাজনৈতিক কোনো সমঝোতা হবে কি না?

রাজধানীর এসব নামিদামি স্কুল-কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করলেও এর বাইরে রয়েছে দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

যেগুলোতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতির দিকটা পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় না। দেশের এসব শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণে, আবার কোনো সময় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার বৈষম্যের কারণে। শিক্ষাজীবন শেষে জাতীয় পর্যায়ে নানা ধরনের প্রতিযোগিতায়ও এসব শিক্ষার্থী টিকতে পারে না। এর পরিণতিতে হতাশার কারণে একসময় এসব শিক্ষার্থী হারিয়ে যায় তাদের আত্মিক উন্নয়ন, দেশের মূল স্রোতধারা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড থেকে।